সংবাদ

তারিখ 2 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা

ড. মোশাররফ হোসেন

কোনো জাতির মানস গঠনে প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম নিয়ামক হলো শিক্ষা। কারণ শিক্ষা মানুষের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। তাই জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একজন সুশিক্ষায় শিক্ষিত আলোকিত মানুষ তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশকেও আলোকিত করে তোলে। আর এই সুশিক্ষায় শিক্ষিত আলোকিত মানুষ গঠনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা। যার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং নির্মল পরিবেশ। বিষয়টি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হলেও বরং এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। কারণ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে আনুসঙ্গিক সকল বিষয় অনুকূলে থাকলেও শিক্ষা থেকে জাতির জন্য যথার্থ ফলাফল আশা করা যায় না। এমন প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য জাতির দ্যোতক হিসেবে একজন উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। তেমনি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড ও এম.এড কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে। যাতে তারা শিক্ষা বিষায়ক উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষাদান করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের জন্য এই ধরনের কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ না থাকায় শিক্ষকগণ তাদের ছাত্রাবস্থায় প্রাপ্ত শিক্ষা এবং অনুমানের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করে থাকে। যা শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য সহায়ক নয়। এমতাবস্থায় একজন উচ্চতর ডিগ্রিধারী অর্থাৎ এম. ফিল, পি-এইচ.ডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক তাদের মেধা ও মননের সংযোগ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারেন।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীদের অদৃশ্য দেওয়ালের মত একটি চিরন্তন দূরত্ব রয়েছে। যার কারণে শিক্ষার্থীদের জানার চাহিদা শিক্ষকগণ অনেক সময় উপলব্ধি করতে পারে না। তাই শিক্ষা দান ও গ্রহণে উভয়েই থাকে অতৃপ্ত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধ থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "পাশ্চাত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তাদের সদ্য গজানো দাঁতে আখ চিবাচ্ছে, তখন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা গুরু-মহাশয়ের বেত্রাঘাত হজম করছে।" ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গুরু-মহাশয়ের এই অদৃশ্য দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলতে পারে একজন উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষক। এ কথা বলার দাবি রাখি এ জন্য যে, একজন উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষক যেমন তার মেধা, মনন, শ্রম ও ধৈর্য্য দিয়ে আধুনিক বিশ্বের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারেন। তেমনি তিনি তার দিগন্ত রেখার আলোকবর্তিকা দিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনকে পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে তুলতে পারেন। এ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন যে, 'The world seldom notices who teachers are; but civilization depends on what they do.'

কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশের শিক্ষকতা পেশায় উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। ফলে পেশার প্রতিযোগিতার বাজারে উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যার মূল কারণ আমাদের শিক্ষানীতিতে উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন না করা। অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা হয়। যেমন একজন এম. ফিল ও পি-এইচ.ডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক প্রাইমারিতে চাকরি করলেও যে বেতন পাবেন তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করলেও একই বেতন পাবেন। যে নিয়মটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। ফলশ্রুতিতে মেধাবীরা যেমন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে তেমনি যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারাও পেশা নির্বাচনে শিক্ষকতার মতো নান্দনিক পেশার পরিবর্তে দারিদ্রমুক্ত সুন্দর জীবনের মোহে অন্য পেশার প্রতি ধাবিত হচ্ছে।

এর মূল কারণ আমাদের দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং প্রসিদ্ধ ও ইন্টারন্যাশনাল এনজিও গুলোতে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয়। তাদের পদোন্নতি ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে কেবলমাত্র বেসরকারী কলেজে কর্মরত উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের কোনো প্রকার মূল্যায়ন হয় না।

সময়ের চাহিদা ও যুগের পরিবর্তনে সভ্যতার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন। যা অনেক সময় দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি ভৌগোলিক বা ধর্মীয় পটভূমিতে গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যতটা সুসংগঠিত ও উন্নত হবে সে দেশ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে হবে ততটা উন্নত। তাই আধুনিক বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সামিল হওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা। এর জন্য সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। যেখানে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য থাকবে একটি স্বতন্ত্র 'শিক্ষা কমিশন'। যে কমিশনের কাজ হবে একদিকে যেমন শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে এর মান নিশ্চিত করা। অপরদিকে এ মহান পেশায় নিয়োজিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। আমাদের শিক্ষা বিষায়ক জাতীয় নীতিতে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকতা পেশার প্রতি উচ্চতর ডিগ্রিধারী মেধাবীদের আগ্রহ অনেকাংশে বেড়ে যাবে। (চলবে)